যে সিনেমা আসছে

সম্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, উনবিংশ সংখ্যা, সোমবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, ভাদ্র ৬, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ২৪

যে সিনেমা আসছে

বঙ্গে ৫ প্রতিরক্ষা প্রকল্পর সূচনা

কলকাতা: প্রতিরক্ষা উৎপাদন, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতের সক্ষমতা বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে পাঁচটি সম্প্রসারণ প্রকল্পের ভূমিপুজো হল। রবিবার কলকাতায় গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (জিআরএসই) ভবন থেকে ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পগুলির ভূমিপুজো করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জিআরএসই-র তিনটি এবং যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেডের (ওয়াইআইএল) দুটি প্রকল্প এর আওতায় রয়েছে।

জিআরএসই-র প্রকল্পগুলি কলকাতার কিডারপুর, হাওড়ার শালিমার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়চকে গড়ে উঠবে। অন্যদিকে, ইশাপুরের মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরিতে ওয়াইআইএলের দুটি আধুনিক উৎপাদন পরিকাঠামো তৈরি হবে। কেন্দ্রের দাবি, এই প্রকল্পগুলি দেশের জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ মেরামত, ধাতুবিদ্যা এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভরতা শুধু একটি নীতি নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়ানোরও অন্যতম হাতিয়ার। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর অভিজ্ঞতা দেশীয় অস্ত্র ও সামরিক প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করেছে বলেও তিনি জানান। জিআরএসই ইতিমধ্যে ৮০০-র বেশি জাহাজ তৈরি করেছে এবং নির্মীয়মাণ পরবর্তী প্রজন্মের অফশোর পেট্রোল ভেসেলগুলিতে ৮০ শতাংশের বেশি দেশীয় উপাদান থাকবে বলে জানান রাজনাথ সিং। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিশ্বব্যাপী তৈরি হওয়া 'ক্যাপাসিটি প্যারাডক্স'-এর কথাও উল্লেখ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, নৌ ও বাণিজ্যিক জাহাজের চাহিদা বাড়লেও ঐতিহ্যবাহী জাহাজ নির্মাতা দেশগুলির উৎপাদন সক্ষমতা কমছে। এই পরিস্থিতিতে দক্ষ কর্মী, ইস্পাত শিল্প, প্রকৌশল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে বিশ্বের অন্যতম বড় জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

রায়চকে প্রায় ৩২ একর জমিতে ২,৫০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগে একটি নতুন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র গড়ে তুলবে জিআরএসই। সেখানে ২০০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ যুদ্ধজাহাজ এবং ৬০ হাজার টন পর্যন্ত ধারণক্ষমতার বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণ করা যাবে। প্রকল্পে ২০০ মিটারের ড্রাই ডক, স্লিপওয়ে, জাহাজ উৎক্ষেপণ পরিকাঠামো, দুটি জেটি এবং ব্লক নির্মাণের সুবিধা থাকবে। হাওড়ার শালিমারে চার একর জমিতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে পুরনো পরিকাঠামো পুনর্গঠন করে মাঝারি আকারের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কেন্দ্র তৈরি করা হবে। কিডারপুরের 'দামোদর' প্রকল্পে প্রায় ৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে মাঝারি জাহাজ মেরামতের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ফেরি ও ছোট জলযান নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ইশাপুরে ওয়াইআইএলের দুটি প্রকল্পে মোট ৭৫০ কোটির বেশি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ৩,০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন হেভি ডিউটি হাইড্রলিক ওপেন ডাই ফর্জিং প্রেস পুরনো ২,৬৫০ টন ক্ষমতার যন্ত্রের পরিবর্তে কাজ করবে। অন্য প্রকল্পটি হল রেডিয়াল ফর্জিং প্ল্যান্ট, যার মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, রেলওয়ের অ্যাক্সেল, পারমাণবিক পরিকাঠামোর উপাদান এবং বিভিন্ন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ধাতব সামগ্রী উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিআরএসই ও ওয়াইআইএলের সম্প্রসারণ রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে নতুন গতি আনবে। এর ফলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক শিল্প ও এমএসএমই ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে।

আরও দুটি আইআইটি খুলতে চলেছে

কলকাতা: দেশে প্রথম রাজ্য হিসেবে তিনটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) পাওয়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্য সরকার হাওড়ার শিবপুরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)-কে আইআইটি-তে উন্নীত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে নতুন একটি আইআইটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র আইআইটি হল খড়্গপুরের আইআইটি। শিবপুরের আইআইইএসটি-কে আইআইটি-র মর্যাদা দেওয়া হলে সেটিই হবে রাজ্যের দ্বিতীয় আইআইটি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে, বিশেষত শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে নতুন আইআইটি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। দুটি পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গই দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে তিনটি আইআইটির অধিকারী হবে। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, আইআইইএসটি শিবপুরের বর্তমান পরিকাঠামো, ক্যাম্পাস এবং শিক্ষাগত সক্ষমতা দেশের সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি আইআইটির সঙ্গে তুলনীয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে আইআইটি-তে উন্নীত করা হলে তার একাডেমিক মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং গবেষণা ও

দ্বিতীয় পাতায়

মহাকাশে বেসরকারি উদ্যোগে নয়া দিগন্ত

নয়াদিল্লি: ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের দ্রুত অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন মহাকাশ প্রযুক্তি সংস্থার কর্ণধারদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আলোচনায় উঠে এল বেসরকারি রকেট উৎক্ষেপণ, মহাকাশযান, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, স্পেস-ডকিং, কক্ষপথে জ্বালানি সরবরাহ, মহাকাশে ওষুধ উৎপাদন এবং কৃষিক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তির প্রয়োগের মতো একাধিক বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নতুন ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার সাহস দেখানো এবং সরকারের নীতির উপর আস্থা রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, যাতে নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক সংস্থাগুলির মধ্যে আস্থা তৈরি হয়। তাঁর মতে, এই আস্থাই বেসরকারি মহাকাশ শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আলোচনায় একটি ভারতীয় মহাকাশ স্টার্টআপের কর্ণধার জানান, সংস্থাটি দেশের প্রথম স্পেস-টেক ইউনিকর্ন এবং ১৮ জুলাই সফলভাবে ভারতের প্রথম বেসরকারি রকেট উৎক্ষেপণ করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী বছরের মাঝামাঝি থেকে প্রতি মাসে একটি করে রকেট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি কারখানা তৈরি হয়েছে এবং মাসে একটি রকেট উৎপাদনের সক্ষমতাও তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে সপ্তাহে একটি এবং পরবর্তী পর্যায়ে দিনে একাধিক রকেট উৎক্ষেপণের লক্ষ্য রয়েছে।

মহাকাশযানের ইঞ্জিন প্রযুক্তিতেও দেশীয় সংস্থাগুলি এগিয়ে আসছে। এক উদ্যোক্তা জানান, তাঁদের তৈরি ইঞ্জিন বিশ্বের আধুনিক ইঞ্জিনগুলির মধ্যে অন্যতম এবং বর্তমানে সেটির পরীক্ষা চলছে। প্রথম বেসরকারি উৎক্ষেপণের পর বিনিয়োগকারীদের আস্থাও বেড়েছে বলে জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকাশ ক্ষেত্রে সাফল্য আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের স্টার্টআপগুলির প্রতি আগ্রহ আরও বাড়াবে। বিদেশে থাকা ভারতীয় প্রতিভাদের দেশে ফিরিয়ে এনে এই নতুন মহাকাশ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান মানুষ ভারতে এসে ভারতীয় স্টার্টআপ বা মহাকাশ সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হন।

আলোচনায় একটি সংস্থা আগামী ১৮ মাসের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক গ্রাউন্ড স্টেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানায়। অন্য একটি সংস্থা মহাকাশে স্যাটেলাইটের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ইঞ্জিন তৈরি করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও সাড়া পাচ্ছে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভারতীয় সংস্থাগুলির পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন খরচ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং নতুন ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতাকে মহাকাশ শিল্পের অন্যতম শক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, এই সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে ভারত দ্রুত আন্তর্জাতিক মহাকাশ বাজারে নিজের জায়গা তৈরি করতে পারে।

বৈঠকে মহাকাশের আবর্জনা বা পরিত্যক্ত স্যাটেলাইট অপসারণের প্রযুক্তিও উঠে আসে। একটি ভারতীয় সংস্থা এমন রোবোটিক মহাকাশযান তৈরির কথা জানায়, যা মহাকাশে গিয়ে বিকল বা মৃত স্যাটেলাইটকে ধরে কক্ষপথ থেকে সরিয়ে আনতে পারবে। অন্য একটি সংস্থা ডকিং ও মহাকাশে জ্বালানি

দ্বিতীয় পাতায়

খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিক্স দেশের যৌথ ঘোষণা বিশাখাপত্তনমে

বিশাখাপত্তনম: ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের অধীনে বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ব্রিকস ক্রীড়ামন্ত্রীদের বৈঠকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে 'ব্রিকস স্পোর্টস জয়েন্ট ডিক্লারেশন' বা ব্রিকস ক্রীড়া যৌথ ঘোষণা গৃহীত হয়েছে। আলোচনায় ক্রীড়াকে যুব উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরা হয়।

বৈঠকের উদ্বোধনী বক্তব্যে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য বলেন, ব্রিকসের ক্রীড়া সহযোগিতাকে শুধু ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব সহযোগিতার মঞ্চে পরিণত করতে হবে। ক্রীড়াবিদ ও প্রশিক্ষকদের পারস্পরিক বিনিময়, যৌথ প্রতিযোগিতা এবং ক্রীড়াবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামোর প্রসঙ্গ তুলে ধরে মাণ্ডব্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত 'খেলার মাঠ থেকে পদক জয়ের মঞ্চ' পর্যন্ত ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে। একইসঙ্গে ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শীঘ্রই চালু হতে চলা ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন গুচ্ছ প্রকল্প-এর কথাও তিনি তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় ক্রীড়াসামগ্রীর উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ভারত ব্রিকসের সভাপতিত্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিকস ক্রীড়া প্রযুক্তি কর্মগোষ্ঠী। এর মাধ্যমে ক্রীড়াবিজ্ঞান, ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স, ক্রীড়া প্রশাসন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল রূপান্তর ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হল ব্রিকস ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন সম্মেলন। ভারতের প্রস্তাবে আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রথম পর্ব রাজস্থানের উদয়পুরে নভেম্বর ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদন, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, গুণমানের মানদণ্ড, ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য এবং সরবরাহ-শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হবে। উৎপাদক, রপ্তানিকারক, বিনিয়োগকারী, প্রযুক্তি সংস্থা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, নতুন উদ্যোগ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এর সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তৃতীয় উদ্যোগ হিসেবে রয়েছে ব্রিকস ঐতিহ্যবাহী ও আদিবাসী ক্রীড়ার প্রদর্শনীমূলক ক্রীড়া আয়োজন ২০২৬। আগামী ১২ ও ১৩ অক্টোবর গুজরাতের আমেদাবাদে এই আয়োজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্রিকস দেশের ঐতিহ্যবাহী ও আদিবাসী খেলাধুলার সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়কে এর মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে। বৈঠকের আগে বিশাখাপত্তনমে ব্রিকস বন্ধুত্ব সাইক্লিং অনুষ্ঠান-এর আয়োজন করা হয়। 'ফিট ইন্ডিয়া সানডেজ অন সাইকেল'-এর ৮৭তম পর্বের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্রিকস দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ফিটনেস, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধিতে খেলাধুলার ভূমিকার বার্তা তুলে ধরে এই আয়োজন। বৈঠকে নারী ক্রীড়া এবং প্যারা-স্পোর্টস বা প্রতিবন্ধী ক্রীড়া-এর প্রসারেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশাখাপত্তনমের এই বৈঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—ক্রীড়াকে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে না দেখে প্রযুক্তি, শিল্প, যুবশক্তি, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি সমন্বিত ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

বিশ্ব রাজনীতিতে কোনও শক্তিই চিরস্থায়ী নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, যে রাষ্ট্র একসময় বিশ্বের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করেছে, সময়ের সঙ্গে তার প্রভাবের পরিধি সংকুচিত হয়েছে। রোম থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—ক্ষমতার কেন্দ্র বদলেছে, কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতি বদলায়নি। আজকের বিশ্বেও সেই পরিবর্তনের লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। প্রশ্নটি তাই কোনও একটি পরাশক্তির পতন নিয়ে নয়; বরং প্রশ্ন হল, একক আধিপত্যের যুগ কি ধীরে ধীরে তার অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তার অন্যতম ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি, ডলার, প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই প্রভাব প্রায় একক আধিপত্যে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার জায়গায় দেখা যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিভাজন এবং বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার উত্থান। তবে ‘আমেরিকার পতন’ কথাটি সরলীকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সামরিক, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত শক্তি। তার সমস্যা ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিলোপ নয়, বরং আপেক্ষিক ক্ষমতার ক্ষয়। যে সিদ্ধান্ত একসময় ওয়াশিংটন সহজেই বিশ্বের উপর চাপিয়ে দিতে পারত, আজ সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাকে মিত্র, প্রতিদ্বন্দ্বী এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলির হিসাব করতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, শুল্কনীতি কিংবা সামরিক শক্তি প্রয়োগ—সব ক্ষেত্রেই পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা আগের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে রাশিয়ার উদাহরণ আরও তাৎপর্যপূর্ণ। সোভিয়েত উত্তরাধিকার হিসেবে রাশিয়ার কাছে রয়েছে বিপুল পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার, সামরিক সক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, জনসংখ্যাগত চাপ এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের সীমাবদ্ধতা তার সামগ্রিক শক্তির কাঠামোকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। সামরিক শক্তি থাকা আর দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় শক্তি ধরে রাখা এক বিষয় নয়। ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা দিয়ে কোনও রাষ্ট্রের সামগ্রিক শক্তি মাপা যায় না; অর্থনীতি, প্রযুক্তি, জনশক্তি, উৎপাদন ক্ষমতা ও কূটনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। চীনের ক্ষেত্রেও একই সঙ্গে উত্থান এবং চাপ—দুই প্রবণতাই দেখা যায়। শিল্প উৎপাদন, বাণিজ্য, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি এবং সামরিক ক্ষেত্রে চীনের উত্থান নিঃসন্দেহে একবিংশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু একই সঙ্গে জনসংখ্যার বয়স বৃদ্ধি, আবাসন ও ঋণসংক্রান্ত চাপ, বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। ফলে চীনের উত্থানকে সরলরেখায় এগিয়ে চলা শক্তির গল্প হিসেবে দেখাও ভুল। ইউরোপের পরিস্থিতি আবার অন্যরকম। একসময় ইউরোপীয় শক্তিগুলিই বিশ্বের বিস্তীর্ণ অংশ শাসন করত। আজ ইউরোপ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার সামরিক ও কৌশলগত স্বনির্ভরতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দীর্ঘদিন আমেরিকান নিরাপত্তা কাঠামোর উপর নির্ভরতা ইউরোপকে নিজের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল—ক্ষমতার কেন্দ্র এক জায়গায় থাকছে না। ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, উপসাগরীয় দেশগুলি, ব্রাজিল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির গুরুত্ব বাড়ছে। বিশ্ব রাজনীতিতে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যেখানে কোনও একটি রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই সর্বশক্তিমান নয়। এই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেই আগামীর ভারতকে তৈরি হতে হবে।

ট্যারিফ নিয়ে যুযুধান

ওয়াশিংটন: বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনায় অচলাবস্থার জেরে কানাডার কয়েকটি পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর করল আমেরিকা। শনিবার থেকে কার্যকর হওয়া এই শুল্কের আওতায় পড়েছে কানাডা থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য। এর মধ্যে রয়েছে মদ, আসবাবপত্র, দুগ্ধজাত পণ্য, সিমেন্ট, পোশাক, মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং হকি সরঞ্জাম। শুল্ক আরোপের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিশোধমূলক শুল্ক চালুর ঘোষণা করেছে কানাডা। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, কানাডার পাল্টা শুল্কের আওতায় ইস্পাত, দুগ্ধজাত পণ্য, কৃষি সরঞ্জাম, পাল্প ও কাগজ-সহ একাধিক পণ্য থাকবে। তিনি জানিয়েছেন, বিস্তারিত তালিকা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। দুই দেশের মধ্যে সপ্তাহজুড়ে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হয়নি। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবারের মূল সময়সীমাও পিছিয়ে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী ডমিনিক লেব্লাঁ জানিয়েছিলেন, চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু শুক্রবার আলোচনায় ভেস্তে যায়।

মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার অভিযোগ করেছেন, চলতি সপ্তাহের শুরুতে যে শর্তে সমঝোতা হয়েছিল, কানাডা তা চূড়ান্ত করতে অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নির অভিযোগ, শেষ মুহূর্তে আমেরিকা এমন কিছু পরিবর্তিত শর্ত দিয়েছে, যা কানাডার কাছে অন্যায্য, অর্থনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং চুক্তির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার মতো।

কার্নি বলেন, আমেরিকার দাবি অত্যধিক ছিল, অথচ বিনিময়ে প্রস্তাব ছিল অপর্যাপ্ত। কানাডা ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ও গাড়ির উপর আরোপিত নিজেদের পাল্টা শুল্ক প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত ছিল বলে তিনি জানান, যদি আমেরিকা নিজেদের শুল্ক কমাত। দুই দেশের গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন কার্নি। বিশেষ করে জ্বালানি ক্ষেত্রে কানাডার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কানাডা আমেরিকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে বাণিজ্য সংঘাতের প্রভাব দুই দেশের অর্থনীতিতেই পড়তে পারে। অন্যদিকে ট্রাম্প কানাডার বাণিজ্যনীতির সমালোচনা করে বলেছেন, কানাডা আমেরিকার অঙ্গরাজ্য হওয়ার সুবিধা চাইছে, কিন্তু অঙ্গরাজ্য হতে চাইছে না। তাঁর বক্তব্যে দুই দেশের সম্পর্কের সাম্প্রতিক উত্তেজনা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

মার্কিন ব্যবসায়িক মহলের একাংশও নতুন শুল্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিজনেস রাউন্ডটেবিল-এর প্রধান জোশুয়া বোল্টেন সতর্ক করে বলেছেন, নতুন শুল্ক ও পাল্টা শুল্ক আমেরিকার ব্যবসা ও সাধারণ পরিবারের খরচ বাড়াতে পারে, সরবরাহ-শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এবং দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও চাপে ফেলতে পারে। মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যও শুল্কনীতির সমালোচনা করেছেন। সেনেটের সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার বলেছেন, নতুন শুল্কের বোঝা ইতিমধ্যেই উচ্চমূল্যের চাপে থাকা মার্কিন পরিবারগুলির উপর আরও চাপ তৈরি করবে। মেইনের সেনেটর সুসান কলিন্সও কানাডার সঙ্গে বারবার বদলে যাওয়া বাণিজ্য আলোচনার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই পরিস্থিতি উত্তর আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর ত্রিপাক্ষিক ইউএসএমসিএ বাণিজ্যচুক্তি নিয়েও ইতিমধ্যে টানাপোড়েন চলছে। তার মধ্যেই নতুন করে ৫০ শতাংশ শুল্ক এবং কানাডার পাল্টা ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উপর চাপ আরও বাড়ল।

অন্যদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জুন মাসে তাঁর বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে বড়সড় রদবদল করেছেন। ২২ আগস্ট প্রকাশিত সর্বশেষ আর্থিক বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে, জুন মাসে তিনি মোট ১,০৫১টি আর্থিক লেনদেন করেছেন। শেয়ার, বন্ড এবং এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড বা ইটিএফ-এ কেনাবেচার মাধ্যমে এই লেনদেনগুলি হয়েছে। প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, জুন মাসে ট্রাম্পের মোট কেনাবেচার মূল্য ৭৮.১ মিলিয়ন থেকে ২৬৩.১ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে। নির্দিষ্ট অঙ্ক প্রকাশ না করে প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি মূল্যসীমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটি কেনার পরিমাণ কমপক্ষে ৪৯ মিলিয়ন ডলার, আর বিক্রির পরিমাণ অন্তত ২৮.৫ মিলিয়ন ডলার। তবে এই নথি থেকে ট্রাম্পের সম্পূর্ণ বিনিয়োগ পোর্টফোলিওর সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ প্রতিটি কেনাবেচার নির্দিষ্ট মূল্য এবং কোনও নির্দিষ্ট সিকিউরিটিতে তাঁর মোট মালিকানার পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি। জুনের সবচেয়ে বড় লেনদেনগুলির একটি ছিল ২২ জুন ভ্যানগার্ড ডিভিডেন্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন ইনডেক্স ফান্ড ইটিএফ-এর শেয়ার বিক্রি। এর মূল্যসীমা ছিল ৫ মিলিয়ন থেকে ২৫ মিলিয়ন ডলার। একই দিনে ট্রাম্প ফিডেলিটি ন্যাশনাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস এবং হোম ডিপো-র প্রতিটির ১ মিলিয়ন থেকে ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের শেয়ার কেনেন।

যুবকদের ক্লাউড কম্পিউটিং-এ পারদর্শী করতে যৌথ উদ্যোগে অ্যামাজন ও এনএসডিসি

নয়াদিল্লি: দেশের ছোট ও মাঝারি শহরের যুবকদের ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির উপযোগী করে তুলতে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএসডিসি) এবং কাল্টাস এডুকেশন অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (এডব্লিউএস)-এর সহযোগিতায় দেশজুড়ে ক্লাউড কম্পিউটিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক নতুন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করেছে। উদ্যোগটির লক্ষ্য, দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিশেষত টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরের যুবকদের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তুত করা। এই কর্মসূচির আওতায় মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক ক্লাউড ও এআই দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি ১০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে আরও নিবিড়, কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর জন্য ব্যবহার করা হবে এডব্লিউএস-এর রিস্টার্ট কর্মসূচি এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সামগ্রী। এটি বিনামূল্যের, ব্যাচভিত্তিক কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের দক্ষতা গড়ে তোলা এবং স্থানীয় নিয়োগদাতাদের সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে। কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগশীলতা প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যে ভৌগোলিক অবস্থান বা সামাজিক পটভূমি যেন সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা না হয়, সেটিই এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতের উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও প্রতিভার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠার পথে টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরের যুবকদেরও ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এনএসডিসি ও কাল্টাস এডুকেশনের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। ফলে ছোট শহর বা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য বড় শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হবে না। এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের সুযোগের পাশাপাশি দেশের উদীয়মান প্রতিভাকেন্দ্রগুলির যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন পথ তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের গতিতে এডব্লিউএস-এর ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সামগ্রীর মাধ্যমে ক্লাউড ও এআই সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করতে পারবেন। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি দেখাতে পারলে তাঁরা আরও কাঠামোবদ্ধ প্রশিক্ষণে অগ্রসর হতে পারবেন। সেখানে ক্লাউড পরিকাঠামো, নিরাপত্তা, নেটওয়ার্কিং এবং এআই-এর প্রাথমিক বিষয়গুলির পাশাপাশি প্রোগ্রামিং, নেটওয়ার্কিং, সাইবার নিরাপত্তা এবং রিলেশনাল ডেটাবেস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বাস্তব পরিস্থিতিভিত্তিক শিক্ষণ, হাতে-কলমে ল্যাব এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাদার মেন্টর এবং স্বীকৃত প্রশিক্ষকদের সহায়তাও দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করার পর সফল অংশগ্রহণকারীরা অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের শংসাপত্র অর্জনের সুযোগ পাবেন। এই শংসাপত্র ক্লাউড কম্পিউটিং ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতার একটি স্বীকৃত প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি স্থানীয় নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে যোগ্য প্রশিক্ষণার্থীদের সাক্ষাৎকারের সুযোগও তৈরি করা হবে। এই কর্মসূচির শেষে একটি ন্যাশনাল হ্যাকাথন আয়োজন করা হবে। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের তৈরি ক্লাউড ও এআই-ভিত্তিক সমাধান নিয়োগকর্তা, শিল্পক্ষেত্রের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সামনে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। এনএসডিসির নির্বাচিত ডেলিভারি পার্টনার হিসেবে কাল্টাস এডুকেশন পুরো কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কাল্টাস এডুকেশনের গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর নলিন সিং বলেন, মহানগরের বাইরে আন্তর্জাতিক মানের ক্লাউড দক্ষতা পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

আইআইটি

প্রথম পাতার বাকি অংশ

প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আইআইইএসটি শিবপুরের বর্তমান অবস্থানও একটি দীর্ঘ প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তনের ফল। আনন্দকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১০ সালে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটিকে আইআইইএসটি-তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের মার্চে প্রতিষ্ঠানটি ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল ইমপোর্ট্যান্স মর্যাদা লাভ করে। রাজ্যের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রের কাছে পৌঁছলে বিষয়টি ভারত সরকার বিবেচনা করবে। ফলে শিবপুরের প্রতিষ্ঠানটির আইআইটি-তে রূপান্তর এবং উত্তরবঙ্গে নতুন আইআইটি প্রতিষ্ঠা—দুই ক্ষেত্রেই পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে নতুন আইআইটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। উত্তরবঙ্গে উচ্চমানের প্রযুক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি বাড়লে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নত প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনাও বাড়বে। অন্যদিকে, আইআইইএসটি শিবপুরকে আইআইটি-তে উন্নীত করা হলে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির একটি নতুন জাতীয় পরিচিতি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইআইটি খড়্গপুরের পর শিবপুর এবং উত্তরবঙ্গে নতুন আইআইটি—এই ত্রিস্তরীয় পরিকাঠামো বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গ দেশের উচ্চপ্রযুক্তি ও গবেষণা শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আরও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারে।

জাপ সফর

নয়াদিল্লি: ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও গভীর করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট জাপান সফর করবেন। টোকিও, নাগোয়া ও ওসাকা সফরে তাঁর নেতৃত্বে জাপানে যাচ্ছে ভারতের এখন পর্যন্ত বৃহত্তম বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদল, যাতে ২০০-রও বেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি থাকবেন। উৎপাদন, সেমিকন্ডাক্টর, , ইস্পাত, গাড়ি শিল্প, -সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আলোচনা হবে।

মহাকশে বেসরকারি উদ্যোগে

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সরবরাহের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। তাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হল মহাকাশে একটি ‘ফুয়েল স্টেশন’ গড়ে তোলা। আলোচনায় মহাকাশভিত্তিক ওষুধ উৎপাদনের সম্ভাবনাও সামনে আসে। এক উদ্যোক্তা জানান, তাঁদের সংস্থা ভারতের প্রথম স্পেস-ফার্মা স্টার্টআপ। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মহাকাশে পাঠানো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেখানেই ওষুধ উৎপাদন করে তা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রযুক্তি নিয়ে কাজ চলছে। মহাকাশ প্রযুক্তির কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ নিয়েও আলোচনা হয়। একটি সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের উদ্ভাবন প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১০ লক্ষ কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্য এক উদ্যোক্তা জানান, একটি সফল উৎক্ষেপণের পর গত এক মাসেই তাঁদের সংস্থা আটটি উৎক্ষেপণ চুক্তি পেয়েছে, যার অধিকাংশই আন্তর্জাতিক। প্রধানমন্ত্রী ও উদ্যোক্তাদের এই মতবিনিময় থেকে স্পষ্ট, ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি এখন শুধু সরকারি সংস্থা-কেন্দ্রিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। রকেট উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট পরিষেবা, মহাকাশে উৎপাদন, স্পেস-ডকিং, জ্বালানি সরবরাহ এবং মহাকাশ আবর্জনা অপসারণ—বিভিন্ন নতুন ক্ষেত্রে ভারতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলি নিজেদের সক্ষমতা গড়ে তুলছে। সরকারের নীতিগত সমর্থন, দেশীয় প্রতিভা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে ভারতের মহাকাশ অর্থনীতি আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনাই এই আলোচনায় উঠে এসেছে।

লিসবনে আইএনএস সুদর্শীনি

লিসবন: ভারতীয় নৌবাহিনীর পালতোলা প্রশিক্ষণ জাহাজ আইএনএস সুদর্শিনী তার চলমান আন্তঃমহাসাগরীয় অভিযান ‘লোকায়ন ২৬’-এর অংশ হিসেবে ২২ আগস্ট পর্তুগালের লিসবনে পৌঁছেছে। তিন মাস্তুলবিশিষ্ট পালতোলা জাহাজটি টাগুস নদী দিয়ে লিসবনে প্রবেশের সময় তার ঐতিহ্যবাহী নৌচালনা দক্ষতার প্রদর্শন করে। জাহাজটির এই সফর নৌ-সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছে।

কমিক্স

শমিত

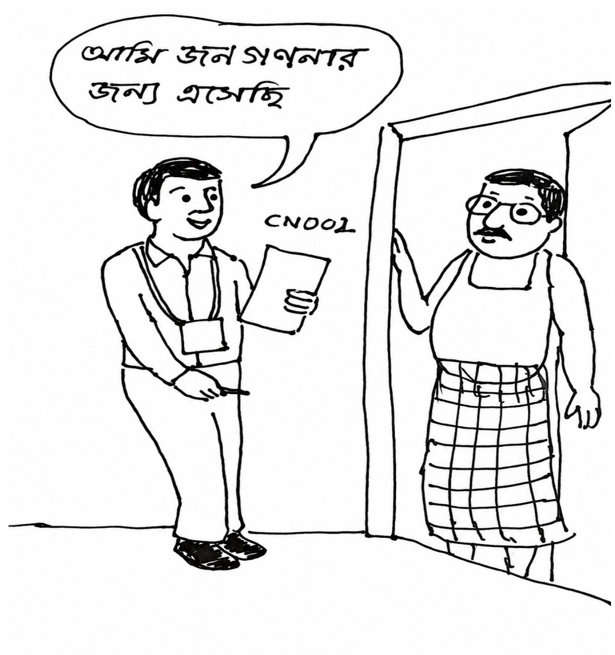
আমি জন গণনার জন্য এসেছি
CN001

পরিবার প্রধান...

শিবাজী লাহিড়ী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাশ্মীরা লাহিড়ী কর্তৃক মঙ্গলবাড়ি, ওল্ড মালদা রোড, মালদা— ৭৩২১৪২ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৮৭৮১০৮, ইমেইল– kashmiradas20@gmail.com
এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ নেই। e-ISSN এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।